4060 - ইসলামরে বচিারে কাদয়িানী সম্প্রদায়

প্রশ্ন

আমি কাদয়িানী নই। জনেে রাখুন, তারা বশ্বিাস করে যে, মুহাম্মদ আলাইহসি সালামরে পরওে একজন নবী আছ।ে তারা কি ইসলামরে বাইর?ে আমি বশ্বিাস করি যে, তারা ইসলামরে বাইরে এবং এ ভত্তিিথকেে আমি তাদরে সাথে আচরণ করি।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

পরচিতি:

কাদয়িানী এমন একটি আন্দোলন যা ১৯০০ সালে ইংরজে উপনবিশেবাদরে পরকিল্পনায় ভারতীয় উপমহাদশেে গড়ে উঠছে।ে উদ্দশ্যে হচ্ছে মুসলমানদরেকে তাদরে ধর্ম থকেে দূরে রাখা; বশিষেত জহিাদরে ফরয দায়ত্বি থকেে দূরে রাখা; যাতে করে তারা ইসলামরে নামে উপনবিশেবাদকে মোকাবলিা করতে না পার।ে এ আন্দোলনরে মুখপত্র হচ্ছে- Religious নামক ম্যাগাজনি; যা ইংরজেী ভাষায় প্রকাশতি হত।

প্রতষ্ঠিা ও উল্লখেযোগ্য ব্যক্তত্বি:

১। গোলাম আহমাদ কাদয়িানী (১৮৩৯খ্রঃি-১৯০৮খ্রঃি) ছলি কাদয়িানী আন্দোলনরে অস্তত্বিরে প্রধান গুটি। সে ১৮৩৯খ্রঃি ভারতরে পাঞ্জাবরে কাদয়িান গ্রামে জন্মগ্রহণ কর।ে সে এমন এক পরবিারে জন্মগ্রহণ করছে যে পরবিার দশে ও জাতরি সাথে বশ্বিাসঘাতকতার জন্য প্রসদ্ধিলিাভ করছেলি। এভাবইে গোলাম আহমাদ উপনবিশেরে প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুগত থকেে বড়েে উঠছে।ে তাকে নবুয়ত দাবী করার জন্য মনোনীত করা হয়ছে;ে যাতে করে তাকে কন্দ্রে করে মুসলমানরো একত্রতি হয় এবং ইংরজে উপনবিশেরে বরিুদ্ধে জহিাদ করা থকেে বরিত থাক।ে ব্রটিনে সরকাররে তাদরে উপর অনকে দয়া-দাক্ষণি্য ছলি। তাই তারা তাদরে প্রতি মত্রিতা প্রকাশ করছে।ে গোলাম আহমাদ তার অনুসারীদরে কাছে মজোজরে বকৃ্তি, অনকে রোগগ্রস্ত ও মাদকাসক্ত হসিবেে পরচিতি ছলি।

২। তার বরিুদ্ধে ও তার নোংরা দাবীর বরিুদ্ধে যারা অবস্থান গ্রহণ করছেনে তাদরে মধ্যে রয়ছেনে: ভারতরে জমঈয়ত আহলে হাদসিরে আমরি শাইখ আবুল ওয়াফা সানা উল্লাহ্ অমৃতসরী। তনিি তার সাথে বাহাস (বতির্ক) করছেনে, তার দললি খণ্ডন করছেনে, তার শয়তানি উন্মুক্ত করে দয়িছেনে, তার মতবাদরে কুফরি ও বক্রতা তুলে ধরছেনে। তারপরওে গোলাম আহমদ

যখন সঠকি পথে ফরিে আসনেি তখন শাইখ আবুল ওয়াফা তার সাথে এই মর্মে মুবাহালা করছেনে যে, তাদরে মধ্যে যে মথি্যাবাদী সে যনে সত্যবাদীর জীবদ্দশায় মারা যায়। কছিুদনি যতেে না যতেইে মর্যিা গোলাম আহমাদ কাদয়িানী ১৯০৮ সালে ধ্বংস হয় এবং ৫০টি বই, প্রচারপত্র ও প্রবন্ধ রখেে যায়। তার লখিতি উল্লখেযোগ্য বইয়রে মধ্যে রয়ছেে: ইযালাতুল আওহাম, ইজাযে আহমাদি, বারাহীনে আহমাদয়িা, আনওয়ারুল ইসলাম, ইজাযুল মাসীহ, আত-তাবলীগ ও তাজাল্লয়িাত ইলাহয়িযা।

৩। নূরুদ্দীন: কাদয়িানী আন্দোলনরে প্রথম খলফিা। ইংরজেরা খলোফতরে মুকুট তাকইে পরয়িছে এবং মুরদিরা তাকে মনেে নয়িছে। তার লখিতি গ্রন্থ হচ্ছে- ফাসলুল খতিাব।

৪। মোহাম্মদ আলী ও খাজা কামাল উদ্দনি: এ দুইজন কাদয়িানীদরে লাহোররে আমরি। এ দুইজনই কাদয়িানী মতবাদরে প্রবক্তা। প্রথমজন আল-কুরআনুল কারীমরে বকিৃত ইংরজেী অনুবাদ লখিছে। তার লখিতি বইয়রে মধ্যে রয়ছেে: হাকীকাতুল ইখতলিাফ, আন-নবুয়্যাত ফলি ইসলাম, আদ্-দ্বীন আল-ইসলামী। আর খাজা কামাল উদ্দীনরে লখিতি বই হচ্ছে- আল-মুছুল আল-আলা ফলি আম্বয়িা, এছাড়াও অন্যান্য কছিু বই।

লাহোরস্থ এ আহমাদয়িা জামাত মর্যিা গোলাম আহমাদকে কবেল মুজাদ্দদি (সংস্কারক) মনে করে। কন্তিু এ দুটো একই আন্দোলন হসিবেে ববিচেতি হয়। দ্বতিীয় দলটি কোন ক্ষত্রেে সংকটে পড়লে প্রথম দল তাকে সাহায্য করে এবং প্রথম দল পড়লে দ্বতিীয় দল তাকে সাহায্য করে।

৫। মোহাম্মাদ আলী: সে হল লাহোরস্থ কাদয়িানী জামাতরে আমরি এবং কাদয়িানী মতবাদরে গুরু, উপনবিশেবাদরে গুপ্তচর, কাদয়িানী মতবাদ প্রচারকারী ম্যাগাজনিরে কর্ণধার। সে কুরআনুল কারীমরে বকিৃত ইংরজেী অনুবাদ করছে। তার রচতি বইয়রে মধ্যে রয়ছেে: হাককিাতুল ইখতলিাফ, আন-নুবুয়্যাত ফলি ইসলাম।

৬। মুহাম্মদ সাদকে: কাদয়িানী মতবাদরে মুফতি। তার রচতি বইয়রে মধ্যে রয়ছেে: খাতামুল নাবয়িযিনি।

৭। বশরি আহমাদ বনি গোলাম: তার রচতি বই হচ্ছে- সরিাতে মাহদী, কালমিাতুল ফাসল।

৮। মাহমুদ আহমাদ বনি গোলাম ও তার দ্বতিীয় খলফিা: তার রচতি বইয়রে মধ্যে রয়ছে- আনওয়ারুল খলিাফা, তুহফাতুল মুলুক ও হাকীকাতুন নুবুয়্যত।

৯। জাফরুল্লাহ্ খান কাদয়িানীকে পাকস্তিানরে পররাষ্ট্র মন্ত্রী নয়িোগ করায় এই ভ্রান্ত মতবাদ ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা পয়েছে। তনিি পাঞ্জাব প্রদশেে এ দলকে বড় এক খণ্ড জমি দনে যাতে করে তাদরে আন্তর্জাতকি সন্টোর বানাতে পারে। কুরআনরে আয়াত: وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ [সূরা মুমনিূন, ২৩:৫০] তারা এ স্থানরে নাম দয়িছে: রাবওয়া।

তাদরে চন্তিাধারা ও বশ্বিাস:

১. গোলাম আহমাদ একজন মুসলিম দাঈী হিসেবে তার কর্ম তৎপরতা শুরু করেন। এক পর্যায়ে কিছু সমর্থক তার পাশে ভিড়ে। অতঃপর সে দাবী করে যে, সে মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) ও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহিপ্রাপ্ত। এরপর আরও একধাপ এগিয়ে সে নিজেকে প্রত্যাশিত মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ দাবী করে। অতঃপর সে নবুয়ত দাবী করে। সে দাবী করে যে, তার নবুয়ত আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের চেয়ে উঁচু পর্যায়ের।

২. কাদিয়ানীরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ রোযা রাখেন, নামায পড়েন, ঘুমান, ঘুম থেকে জাগেন, লেখেন, ভুল করেন, সহবাস করেন (তারা যা দাবী করে তা থেকে আল্লাহ্ বহু উর্ধ্বে)।

৩. তারা দাবী করে যে, তাদের উপাস্য ইংরেজ। যেহেতু তিনি তাকে ইংরেজী ভাষায় সম্বোধন করেন।

৪. কাদিয়ানীরা বিশ্বাস করে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে নবুয়তের ধারা সমাপ্ত হয়নি; বরং জারী আছে। আল্লাহ্ জরুরতের ভিত্তিতে রাসূল পাঠিয়ে থাকেন। গোলাম আহমাদ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী।

৫. তারা বিশ্বাস করে যে, গোলাম আহমাদের উপর জিব্রাইল নাযিল হত ও তার কাছে ওহী (প্রত্যাদেশ) পাঠাত। তার কাছে প্রেরিত ওহিগুলো কুরআনের মত।

৬. তারা বলে: প্রতিশ্রুত মসীহ (গোলাম) যে কুরআন পেশ করেছেন সেটা ছাড়া আর কোন কুরআন নেই এবং তার শিক্ষার আলোকে যে হাদিস সেটা ছাড়া কোন হাদিস নেই এবং গোলাম আহমাদের কর্তৃত্ব ছাড়া কোন নবী নেই।

৭. তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের কিতাব নাযিলকৃত। সে কিতাবের নাম হচ্ছে- আল-কিতাবুল মুবীন"। সেটি কুরআন নয়।

৮. তারা বিশ্বাস করে যে, তারা আলাদা নতুন এক ধর্ম ও নতুন এক শরিয়তের অনুসারী এবং গোলামের সঙ্গিগণ সাহাবীদের মত।

৯. তারা বিশ্বাস করে যে, কাদিয়ান হচ্ছে মদিনা মোনোওয়ারা ও মক্কা মুকাররমার মত। বরং এ দুটো শহরের চেয়ে উত্তম। কাদিয়ানের ভূমি হারাম (সম্মানিত ও সংরক্ষিত)। সেটা তাদের কিবলা ও হজ্জ পালনের স্থান।

১০. তারা জিহাদের আকিদা বাতিল করার আহ্বান জানায়। তারা ইংরেজ শাসনের অন্ধ আনুগত্য করার আহ্বান জানায়। কেননা তাদের ধারণায় কুরআনের দলিল অনুযায়ী ইংরেজেরা উলুল আমর (নেতা)।

১১. তাদের মতে কাদিয়ানী ধর্ম গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলিম কাফের। এমনকি যে ব্যক্তি কাদিয়ানী ছাড়া অন্যের কাছে বিয়ে দেয় বা বিয়ে করে সেও কাফের।

১২. তারা মদ, আফিম, মাদকদ্রব্য ও নেশাজাতীয় জিনিসকে বৈধ মনে করে।

চন্তিাধারা ও বশ্বিাসরে গোড়াপত্তন:

১. স্যার সয়ৈদ আহমাদরে পাশ্চাত্যপন্থী আন্দোলন যে সব বকিৃত চন্তিাধারা প্রচার করছে সগেুলো কাদয়িানী ধর্ম আত্মপ্রকাশ করার মাঠ তরৈী করছে।

২. ইংরজেরা এ প্রক্ষোপটেকে কাজে লাগয়িে কাদয়িানী আন্দোলন তরৈী করছে এবং এর জন্য তাদরে অনুগত জায়গীর শ্রণেীর পরবিাররে একজনকে নর্িবাচন করছে।

৩. ১৯৫৩ সালে পাকন্তিানরে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাফরুল্লাহ খানকে অপসারণরে দাবীতে এক জাতীয় আন্দোলন শুরু হয় এবং কাদয়িানী সম্প্রদায়কে সংখ্যলঘু ও অমুসলমি হসিবেে ঘোষণা করার দাবী ওঠে। সে আন্দোলনে প্রায় দশহাজার মানুষ শহীদ হয় এবং তারা কাদয়িানী মন্ত্রীকে অপসারণ করতে সক্ষম হয়।

৪. ১৩৯৪ হজিরীর রবউিল আউয়াল মাসে (১৯৭৪ সালরে এপ্রলি) মক্কাস্থ রাবতো আলমে ইসলামীর অধীনে বড় একটি সমেনিার অনুষ্ঠতি হয়। সে সমেনিারে বশ্বিরে আন্তর্জাতকি ইসলামী সংস্থাগুলো অংশ গ্রহণ কর। উক্ত সমেনিারে এ সম্প্রদায়রে কাফরে হওয়া ও ইসলাম থকেে বরে হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দওেয়া হয় এবং মুসলমানদরে প্রতি আহ্বান জানানো হয় এ মতবাদরে বপিদকে প্রতহিত করার, কাদয়িানীদরে সাথে সহযোগতিা না করার এবং মুসলমানদরে কবরস্থানে তাদরেকে দাফন না করার।

পাকস্তিান সন্টেরাল পার্লামন্টে মর্িযা নাসরে আহমাদরে সাথে বতির্করে ব্যবস্থা কর। এতে শাইখ মুফতি মাহমুদ তার বরিুদ্ধে জবাব দনে। দীর্ঘ ৩০ ঘন্টা ধরে উক্ত বতির্ক চল। নাসরে আহমাদ জবাব দতিে অক্ষম হয়। এর মাধ্যমে এ সম্প্রদায়রে কুফররে পর্দা উম্মোচতি হয়ে যায়। পার্লামন্টে গজেটে প্রকাশ করে কাদয়িানী সম্প্রদায়কে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা কর।

নম্নিোক্ত বষিয়গুলো মর্িযা গোলাম আহমাদরে কাফরে হওয়াকে অনবির্য কর:

১। তার নবুয়ত দাবী।

২। উপনবিশেবাদরে সবোস্বরূপ জহিাদরে ফরযয়িতকে বলিুপ্ত করা।

৩। মক্কায় গয়িে হজ্জ করাকে বাতলি করে সটোকে কাদয়িানরে দকিে স্থানান্তর করা।

৪। আল্লাহ্কে মানুষরে সাথে সাদৃশ্য দয়ো।

৫। পুনর্জন্ম ও হুলুল তত্ত্বে বশ্বিাস করা।

৬। আল্লাহ্‌র দিকে সন্তান সম্বোধিত করা এবং নিজেকে উপাস্যের সন্তান দাবী করা।

৭। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খতমে নবুয়ত বা শেষ নবী হওয়াকে অস্বীকার করা এবং প্রত্যেক দুষ্ট-শয়তানের জন্য নবুয়ত দাবীর পথ খুলে দেওয়া।

৮। কাদিয়ানীদের সাথে ইসরাইলে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ইসরাইল তাদের জন্য বিভিন্ন সেন্টার ও মাদ্রাসা খুলে দিয়েছে। তাদের মুখপত্র হিসেবে পত্রিকা বের করা ও বিশ্বব্যাপী প্রচার করার জন্য বই ও প্রচারপত্র ছাপানোর সুযোগ করে দিয়েছে।

৯। তারা যে খ্রিস্টান ধর্ম, ইহুদী ধর্ম ও গোপন আন্দোলনগুলো দ্বারা প্রভাবিত সেটা তাদের বিশ্বাস ও চলাফেরা দেখলেই স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। যদিও বাহ্যত তারা ইসলাম দাবী করে।

তাদের প্রসার ও প্রভাব বিস্তারের স্থানসমূহ:

- বর্তমানে অধিকাংশ কাদিয়ানী ভারত ও পাকিস্তানেই বাস করে। তাদের সামান্য কিছু সংখ্যা ইসরাইল ও আরব বিশ্বেও বাস করে। তারা সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগিতায় প্রত্যেক দেশের স্পর্শকাতর কেন্দ্রগুলো দখল করতে চায়; যাতে করে তারা সেখানে আস্তা গেঁড়ে অবস্থান করতে পারে।
- আফ্রিকাতে ও পাশ্চাত্যের কিছু দেশে কাদিয়ানীদের বড় ধরণের কর্ম তৎপরতা রয়েছে। শুধু আফ্রিকাতেই তাদের পাঁচ হাজারেও বেশি মুবাল্লিগ ও দাঈ আছে। যাদের কাজ হলো মানুষকে কাদিয়ানী ধর্মের দাওয়াত দেওয়া। তাদের ব্যাপক তৎপরতা নিশ্চিত করে যে, তারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা পায়।
- ইংরেজ সরকার এ মতবাদকে কোলে তুলে রাখে। এ মতবাদের অনুসারীদের জন্য আন্তর্জাতিক অফিসগুলোতে পদ পাওয়া, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও কনস্যুলেট অফিসগুলোতে নিয়োগ পাওয়া সহজীকরণ করে। এবং এদের মধ্য থেকে তাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোতে বড় মাপের অফিসার নিয়োগ দেয়।
- কাদিয়ানীরা বড় ধরণের মিডিয়া; বিশেষত সাংস্কৃতিক মিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের মতবাদের দিকে দাওয়াত দিতে খুবই তৎপর। যেহেতু তারা শিক্ষিত। তাদের মধ্যে অনেকে বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তার রয়েছে। ব্রিটেনে 'ইসলামী টিভি' নামে একটি স্যাটেলাইট চ্যানেলেই আছে যা কাদিয়ানীরা চালায়।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার:

কাদিয়ানী একটি পথভ্রষ্ট আহ্বান। এর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। এ মতবাদের আকিদা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। মুসলিম আলেমগণ তাদের কাফের হওয়ার উপর ফতোয়া দেয়ার পর তাদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে মুসলমানদেরকে সাবধান করা বাঞ্ছনীয়। আরও বিস্তারিত জানতে পড়ুন: 'আল-কাদিয়ানিয়্যা', লেখক: ইহসান ইলাহি জহির।

সূত্র: ড. মানে আল-জুহানী-র 'আল-মাওসুআ আল-মুয়াস্সারা ফলি আদইয়ান ওয়াল মাযাহবি ওয়াল আহযাবল-মুআসরিা'।

ইসালামী ফকিাহ একাডমেরি সদ্ধিান্তবলতিে এসছে যে:

'কাদয়িানী' সম্প্রদায় ও তাদরে থকেে উৎপন্ন 'লাহোরয়িা' নামক সম্প্রদায় কি মুসলমানদরে মধ্যে গণ্য হবে; নাকি মুসলমানদরে মধ্যে গণ্য হবে না; এ ধরণরে ইস্যুতে অমুসলমিদরে রায় দয়োর উপযুক্ততা কতটুকু-- এ সংক্রান্ত হুকুম জানতে চয়েে দক্ষণি আফ্রকিার কপেটাউনরে ফকিাহ কাউন্সলিরে পক্ষ থকেে পশেকৃত পত্রটি দখোর পর এবং ফকিাহ একাডমেীর সদস্যগণরে এ বষিয়ে পশেকৃত গবষেণাবলীর আলোকে এবং বগিত শতাব্দীতে ভারতে আবর্ভিুত মর্যিা গোলাম আহমদ কাদয়িানী; যার দকিে 'কাদয়িানী' ও 'লাহোরয়িা' নামক ফরেকাদ্বয়কে সম্বন্ধতি করা হয় তার সম্পর্কে প্রাপ্ত দললিপত্ররে আলোকে এবং এ দুটো ফরেকা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাবলরি ওপর চন্তিাভাবনা করার পর এবং মর্যিা গোলাম আহমাদ যে, নবুয়ত দাবী করছে; সে দাবী করছে যে সে প্ররেতি নবী, তার কাছে ওহী আস, তার এ দাবী তার গ্রন্থাবলতিে সাব্যস্ত হয়ছে এবং সে দাবী করছে য, এর কোন কোন অংশ তার উপর নাযলিকৃত ওহী, সে জীবনভর এ দাওয়াত দয়িে গছে, তার কথা ও বইতে মানুষরে কাছে তলব করছে যনে তার নবুয়তে ও রসিালাতে বশ্বিাস করা হয়, অনুরূপভাবে তার থকেে ইসলামরে জরুরীভাবে সাব্যস্ত অনকে বধিানরে অস্বীকার সাব্যস্ত হয়ছে যমেন- জহিাদ-- সটো নশ্চিতি হওয়ার পর ফকিাহ একাডমেি নম্নিোক্ত সদ্ধিান্ত দচ্ছি:

এক: মর্যিা গোলাম আহমাদ কাদয়িানী নবী হওয়া, রাসূল হওয়া ও তার উপর ওহী নাযলি হওয়ার য দাবী করছে সটো সুস্পষ্ট প্রত্যাখ্যাত। যহেতেু ইসলামে জরুরীভাবে অকাট্য নশ্চিতি জ্ঞানরে ভত্তিতিে আমাদরে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম সর্বশষে নবী ও রাসূল হওয়া সাব্যস্ত। এবং যহেতেু তাঁর পরে আর কারো উপর ওহী নাযলি হয়নি। মর্যিা গোলাম আহমাদ কাদয়িানীর পক্ষ থকেে এই দাবী তাকে ও তার দাবীর সাথে একমত পোষণকারী সকলকে ইসলাম ত্যাগকারী মুরতাদে পরণিত করবে। আর লাহোরী সম্প্রদায় মুরতাদ হওয়ার হুকুমরে ক্ষত্রেে তারাও কাদয়িানীদরে মত; যদওি তারা গোলাম আহামদকে আমাদরে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে ছায়া ও ফ্রমে হসিবেে উল্লখে করছেনে।

দুই: কোন অমুসলমি কোর্টরে কংিবা অমুসলমি বচিারকরে কারো মুসলমি হওয়া কংিবা মুরতাদ হওয়া মর্মে রায় ইস্যু করার অধকিার নইে। বশিষেতঃ য বচিাররে মাধ্যমে গোটা মুসলমি উম্মাহ; তাদরে একাডমেসিমূহ ও আলমেদরেসহ; য ব্যাপারে একমত সটোর বরিোধতিা করা হয়। কারণ কারো মুসলমি হওয়া বা মুরতাদ হওয়ার রায় মুসলমি ব্যক্তি যনিি কোন কোন বষিয়রে মাধ্যমে ইসলামে প্রবশে করা সাব্যস্ত হয় কংিবা কোন কোন বষিয়রে মাধ্যমে মুরতাদ হওয়া সাব্যস্ত হয় তা জাননে, ইসলামরে হাকীকত ও কুফররে হাকীকত বুঝনে এবং কুরআন, হাদসি ও ইজমা দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়ছে সে সম্পর্কে সম্যক অবহতি আছনে-- এমন ব্যক্তি থকেে ইস্যু হওয়া ব্যতীত গ্রহণযোগ্য হবে না। অতএব, এ ধরণরে কোর্টরে রায় বাতলি।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাজমাউল ফকিহ আল-ইসলামী, পৃষ্ঠা-১৩